সেঞ্চুরি
তিন ফরম্যাটেই অধিনায়ক হিসাবে শতরান রোহিতের
১০

সংবাদ প্রতিদিন

৫০০
ক্লাব ফুটবলে ৫০০ গোলের নজির রোনাল্ডোর
৯

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২৭ মাঘ ১৪২৯
৫.০০ টাকা
* বড়জোড়া সংস্করণ
শনিবার | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
পরিষ্কার আকাশ সর্বনিম্ন ২১°/৩৩° সর্বাধিক
১০ পাতা

ত্রিপুরাতেও বাংলা মডেলে উন্নয়নের আশ্বাস অভিষেকের

ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আগরতলা : বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পকে সারা দেশ গ্রহণ করেছে। অন্য রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস বা বিজেপির ভোটের প্রতিশ্রুতিতে তাই তৃণমূলেরই প্রকল্প। ত্রিপুরায় প্রচারে গিয়ে বাংলার পাঁচ বছরের উন্নয়নের সঙ্গে বিজেপির কাজের রিপোর্ট কার্ডের তুলনা টানতে বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি সেখানে ভোট। কার্যত শেষবেলার প্রচারে গিয়ে ঝড় তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। পরপর দু'টি সভাতেই বিজেপির প্রতি তাঁর আহ্বান, ''পাঁচ বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন। ১০-০ গোলে না হারাতে পারলে ত্রিপুরার মানুষের কাছে মুখ দেখাতে আসব না। কীসের ডবল ইঞ্জিন? মানুষের ইঞ্জিন দরকার। বাংলা যা করেছে, বিজেপিও বলছে সবাইকে টাকা দেব। কর্নাটকেও কংগ্রেস বলছে, আমরা টাকা দেব। ওদের কথার ঠিক থাকে না। আর আমরা ভোটের আগেও আছি, পরেও আছি। তৃণমূল সবসময় মানুষের পাশে।''

ত্রিপুরাসুন্দরীর রাজ্যেও চালু হবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী, সবুজসাথী বা সমব্যথীর মতো প্রকল্প। জনসভায় এভাবেই স্বপ্ন ফেরি করেন অভিষেক। সাড়াও মিলেছে। তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল বিজেপি। জানান, নৈরাজ্য ও অপশাসনে বাম শাসনকেও হারিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরায় বিজেপির সরকার। কার সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন, নিদান দিচ্ছেন দিল্লির বিজেপির নেতারা। তাঁর কটাক্ষ, ২৫ বছরে সিপিএম ত্রিপুরার যা সর্বনাশ করে ছেড়েছে, গত পাঁচ বছরে বিজেপি তার থেকেও বেশি ক্ষতি করেছে। তাঁর পরামর্শ, বিজেপি কর্মীরা এখন মানুষের কাছে যাবেন, প্রলোভন দেখাবেন এবং টাকা দেবেন। তাঁদের কাছ থেকে টাকা নেবেন এবং তৃণমূলে ভোট দেবেন। কারণ, ওই টাকা আপনার, সেই অধিকার ছাড়বেন না। ত্রিপুরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র তৃণমূল। তথ্য দিয়ে তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি হারার পরই পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমে যায়। ওরা যত হেরেছে, ততই মূল্যবৃদ্ধি কমেছে।

পাঁচের পাতায়

■ ত্রিপুরার প্রচারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার। —প্রতিদিন চিত্র

দালাল ধরাও সমান অপরাধ, মত ব্রাত্যর

স্বচ্ছতার টেট, ফলের সঙ্গে মেধাতালিকাও

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাথমিক টেটের ফলপ্রকাশের দিনই দালালরাজ নিয়ে খুব স্পষ্ট ভাষায় শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি পরিষ্কার বলে দেন, কোনও পরীক্ষার্থী যদি দালালচক্রের হাতে উত্তরপত্র তুলে দেন, তবে তিনিও সমান অপরাধী। একইসঙ্গে ফল প্রকাশ থেকে শিক্ষক নিয়োগ, সমগ্র প্রক্রিয়ায় শুক্রবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নিরপেক্ষতার উপর আস্থা রাখতে বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

বস্তুত হুগলির তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের বাড়ি থেকে ২০২২ সালের টেটের বেশকিছু ওএমআর উদ্ধার হওয়ার পর পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রশ্নে সরব হয়েছে বিরোধীরা। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কুন্তলের প্রসঙ্গ উঠতেই দালালরাজ নিয়ে সতর্ক করে দেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, ''পর্ষদ পরীক্ষা নিয়েছে। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছেন। সেই উত্তরপত্রের একটি কপি পর্ষদের কাছে আছে। প্রতিলিপিটি আছে পরীক্ষার্থীর কাছে। সেই কপি যদি পরীক্ষার্থী কোনও দালাল বা দুষ্টচক্রকে দেন, তার দায় সরকারের নয়। পর্ষদেরও নয়। দালাল বা দুষ্টচক্রের ফাঁদে পা দিলে সম অপরাধ পরীক্ষার্থীরও।''

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুরুতেই পর্ষদের নিরপেক্ষতার কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। পরীক্ষার্থীদের কাছে তাঁর আবেদন, ''কোনও রকম প্ররোচনায় পা দেবেন না। কেবলমাত্র নিজের মেধা, যোগ্যতা ও নিজের শ্রমের উপর আস্থা রাখুন। আর পর্ষদের নিরপেক্ষতার উপর আস্থা রাখুন।'' এর সঙ্গেই ওএমআর শিট বা উত্তরপত্রকে দালাল বা দুষ্টচক্রের হাতে পড়লে তার ফলাফল কী হতে পারে তা নিয়েও সতর্কবাণী দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

গত ১১ ডিসেম্বর হয়েছিল প্রাথমিক টেট। তার ৬১ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ২০২২ সালের টেটে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ১০২ জন পরীক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৯১ জন। পাসের হার ২৪.৩১০ শতাংশ। উত্তীর্ণদের মধ্যে রয়েছেন ৬৯ হাজার ৪০৭ জন মহিলা এবং পুরুষ ৮১ হাজার ৭৭ জন। অন্যান্য উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ছয়।

পাঁচের পাতায়

■ টেটের ফলপ্রকাশের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। শুক্রবার, বিকাশ ভবনে। —অরিজিৎ সাহা

■ ৬১ দিনের মাথায় প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নেওয়া টেটের ফলপ্রকাশ হল।

■ পাসের হার ২৪.৩১ শতাংশ।

■ ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৭-র টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এটা শেষ হলে স্কুল শিক্ষা দফতর শিক্ষক পদের সংখ্যা পর্ষদকে জানাবে। তারপরই এই টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে থেকে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ শুরু হবে।

■ এবছরই আরও একটি টেট হবে।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি

১৯১১ জন গ্রুপ ডি'র চাকরি গেল

স্টাফ রিপোর্টার : হাই কোর্টের সামনে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে অবৈধভাবে নিয়োগের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছিল শিক্ষা দফতর। আর তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চাকরি গেল গ্রুপ ডি বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে বেআইনিভাবে নিয়োগপত্র পাওয়া ১৯১১ জনের। ওই শূন্যপদে আগামী ৬ মার্চের মধ্যে প্যানেলে নাম থাকা অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের থেকে নতুন করে যোগ্যদের নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি অবৈধ পথে নিয়োগ পেয়ে চাকরি করা প্রার্থীদের বেতনও ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

শুক্রবার হাই কোর্টে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে স্কুল সার্ভিস কমিশন হলফনামা দিয়ে জানায়, ওএমআর শিট পরীক্ষা করে ২৮১৮ জনের ক্ষেত্রে কারচুপি হয়েছে। এদের মধ্যে ১৯১১ জনের প্রাপ্ত নম্বর সার্ভারে বেশি দেখানো ছিল। এই ১৯১১টি ক্ষেত্রে সুপারিশ সঠিক ছিল না বলে স্বীকার করে নেয় শিক্ষা দফতর। যা শুনে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এই ১৯১১ জনের সুপারিশ বাতিলের নোটিস দিতে হবে। যেহেতু কমিশন নিজেই জানিয়েছে তাদের যাচাই পদ্ধতিতে এই তথ্য এসেছে, তাই এদের সুপারিশ বাতিল করতে হবে। তিনি বলেন, কমিশনের সুপারিশ বাতিলের সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এদের চাকরি বাতিল করবে। সেই শূন্য পদে অপেক্ষা তালিকায় থাকা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে মেধা অনুযায়ী নতুন করে সুপারিশপত্র দিতে হবে কমিশনকে।

পাঁচের পাতায়

নির্মলার প্রশ্নের কড়া জবাব দিল নবান্ন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যের প্রাপ্য নিয়ে সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের করা মন্তব্যের কড়া জবাব দিল নবান্ন। শুক্রবার সংসদে নির্মলা অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গ জিএসটি ক্ষতিপূরণের সেসের দাবি সংক্রান্ত শংসাপত্র জমা দেয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের খরচ হিসেবে কেন্দ্রকে ১,৮৪১ কোটি টাকা মেটায়নি। গ্রাম সড়ক যোজনায় কেন্দ্রের প্রশ্নের ব্যাখ্যাও দেয়নি। নির্মলার এই তিন অভিযোগের জবাব নবান্নর তরফে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেওয়া হয়। নবান্নর দাবি, জিএসটি ক্ষতিপূরণ বাবদ কেন্দ্রের কাছেই রাজ্যের পাওনা রয়েছে ২,৪০৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। নবান্নর বক্তব্য, ২০১৭-র ১ জানুয়ারি থেকে ২০২২-এর ৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র জিএসটির ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। জিএসটি বাবদ যে রাজস্ব রাজ্যের আদায় হওয়ার কথা, বাস্তবে তার চেয়ে যেটা কম হবে সেটা কেন্দ্রের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫ বছর ধরে দেওয়ার কথা। বছরের শুরুতে এই ক্ষতিপূরণ হিসেব করা হয় সুনিশ্চিত রাজস্ব থেকে মোট রাজস্ব আদায় যতটা কম হচ্ছে তা দিয়ে। তার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি ক্ষতিপূরণের দাবি করে থাকে। কিন্তু, বছর শেষে অডিটর জেনারেলের হিসাবের পর প্রকৃত জিএসটি আদায়ের হিসেবটি মেলে। সেটি মিললে দেখা যায় কেন্দ্র যে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে প্রাপ্য তার চেয়ে অনেকটা বেশি। কারণ এজির হিসেবের পর জানা যায়, জিএসটি আদায়ের কতটা সরকারকে ফেরত দিতে হচ্ছে। নবান্নর দাবি, প্রথম দুই বছর অর্থাৎ, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯-এ এই নেট রাজস্ব আদায়ের উপর

পাঁচের পাতায়

টেটে প্রথম বর্ধমানের ইনা

স্টাফ রিপোর্টার : ঘরকন্না, পড়াশোনা। সব বিষয়ে তাঁরা অনন্যা।

প্রাইমারি টেটের ফলাফলে নারীশক্তির জয়জয়কার। প্রথমে তিনে ন'জন। তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছেন ছয় তরুণী।

পূর্ব বর্ধমানের ইনা সিংহ, অদিতি মজুমদার, আরামবাগের মৌনীশা কুণ্ডু, বেলদার মেঘনা চক্রবর্তী, পশ্চিম মেদিনীপুরের দীপিকা রায়, মনামি অধিকারী। ধী মেধা ও প্রজ্ঞায় নারীরা যে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই তার দৃপ্ত প্রমাণ এ বছরের টেটের মার্কশিট।

ইনা সিংহ

গত ১১ ডিসেম্বর প্রাথমিকে টেটের পরীক্ষা হয়। ঠিক দু'মাসের মাথায় শুক্রবার টেটের ফল ঘোষণা করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৩২ জন। ডিসেম্বরের ১১ তারিখে পরীক্ষা দিয়েছিলেন প্রায় ৬ লক্ষ ২০ হাজার জন। পাস করেছেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৯১ জন। এবছর রেকর্ড সংখ্যক মহিলা টেট পাস করেছেন। গাণিতিক বিচারে তা ৬৯ হাজার ৪০৮ জন।

মেধাতালিকায় দ্বিতীয় আরামবাগের মৌনীশা। আরামবাগ পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বেনেপুকুর এলাকার মৌনীশাকে নিয়ে পাড়ায় এদিন উৎসব। বাবা পেশায় চালকলের মালিক, মা গৃহবধূ। তিন ভাই-বোনের মধ্যে মৌনীশা মেজ। আরামবাগ গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছোট থেকেই বই-পাগল।

টেটের ফলাফলে এবার সিংহবিক্রম মেদিনীপুরের। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তিনজন এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একজনের মাথায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের শিরোপা। পশ্চিম মেদিনীপুরের মেঘনা চক্রবর্তী টেট পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছেন। তাঁর কথায়, ''পরিবারের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য অসম্ভব ছিল।''

পাঁচের পাতায়

সুবীরেশের 'ডক্টরে' মানা

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। নিজের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও খুয়েছেন। এবার নিজের 'ডক্টরেট' উপাধিও খোয়ালেন এসএসসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য। শুক্রবার হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, যত দিন না নিয়োগ দুর্নীতির মূল মাথা কে, সেই নাম না বলছেন, ততদিন নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা এমনকি নামের আগে 'ডক্টরেট' ডিগ্রির কথাও উল্লেখ করতে পারবেন না সুবীরেশ ভট্টাচার্য।

সুবীরেশ ভট্টাচার্য

আগের দিনই বিভিন্ন স্কুলে গ্রুপ ডি পদে অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া ১৯১১ জন কর্মীর সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি একইভাবে নিয়োগ পাওয়া ৮০০-রও বেশ শিক্ষকের ক্ষেত্রেও নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দেন তিনি। শুক্রবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জানতে চান, যখন এই বেআইনি নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছিল, তখন এসএসসি-র মাথায় কে ছিলেন।

পাঁচের পাতায়

পুরনো বাজেট পাঠ গেহলটের

অশোক গেহলট

জয়পুর : কয়েক মিনিটের কেলেঙ্কারি। আর তাতেই ফাঁপরে রাজস্থান কংগ্রেস। খুব সম্ভবত, এক নেতিবাচক রেকর্ডও গড়ে ফেললেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। দেশের ইতিহাসে অশোক গেহলটই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি কোনও বিধানসভায় ভুল বাজেট পড়লেন।

শুক্রবার ছিল রাজস্থান বিধানসভায় বাজেট পেশ। আর সেখানেই পুরনো বাজেট পড়লেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরিমন্ত্রী মহেশ যোশী কানে কানে 'কিছু' না বললে ভুল বাজেট পাঠ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলত, বলছেন কংগ্রেসেরই কিছু বিধায়ক।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ দিন রাজস্থানে বাজেট পেশ করা হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী গেহলট ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটের বদলে ভুল করে গত বছরের বাজেট পড়তে শুরু করেন। শহরতলির কর্মসংস্থান ও কৃষিবাজেট পাঠও করেন তিনি। বাজেটে দুটি ঘোষণা করার পরই বিরোধী দল বিজেপির বিধায়করা বুঝতে পারেন যে গত বছরের বাজেট পড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাঁচের পাতায়

ঠাট্টায় পিছু হঠে শিকেয় গো-আলিঙ্গন

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : গো-মাতার গুঁতো খাওয়ার আগেই দেশজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের গুঁতো। তার সিংহভাগ জুড়েই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ। ব্যাঙ্গাত্মক মিম-কার্টুনের সুনামি। যার ধাক্কায় প্রেম দিবসে গরুকে জড়িয়ে ধরা বা 'কাউ হাগ ডে'র আবেদন প্রত্যাহারই করতে বাধ্য হল কেন্দ্রীয় পশুকল্যাণ বোর্ড। শুক্রবার বোর্ডের সচিব এস কে দত্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদনটি তুলে নেন। তবে বিজ্ঞপ্তি জারি করেও দু'দিনের মধ্যে কেন খোদ কেন্দ্রীয় সরকারকে এভাবে পিছু হঠতে হল, সেই ব্যাখ্যা অবশ্য বোর্ডের তরফে দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, বুধবার জারি করা পশুকল্যাণ বোর্ডের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, গরুর অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই কেউ গরুকে জড়িয়ে ধরলে আবেগ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। যাঁরা গরুকে ভালবাসেন, তাঁরা ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালবাসা দিবসে এই গবাদি পশুকে আলিঙ্গন করে জীবন আরও সুখকর করে তুলতে পারেন।

অর্থাৎ কি না, ভ্যালেন্টাইন্স ডে-কে 'গো-আলিঙ্গন দিবস' তথা 'কাউ হাগ ডে' হিসাবে পালনের জন্য দেশবাসীকে আর্জি জানানো হয়েছিল।

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয় 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' বা ভালবাসা দিবস। ওইদিন বহু মানুষ তাঁর ভালবাসার জনকে শুভেচ্ছা জানান। চিরকালই পাশ্চাত্য এই সংস্কৃতির বিরোধিতা করে এসেছে গেরুয়া শিবির। তা নিয়ে বিতর্কও কম নয়। তবে এবার কেন্দ্রীয় পশুকল্যাণ বোর্ডের এই বিজ্ঞপ্তি বিতর্ক আরও উসকে দিয়েছিল। বোর্ডের তরফে জানানো হয়, ভালবাসার দিনটি গো-আলিঙ্গন দিবস হিসাবে পালন করা হবে। তারা এক আবেদনে জানায়, পশ্চিমের সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি মুছে যেতে বসেছে। বিলিতি চাকচিক্যের কারণে আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছি। সেই কারণেই এই অভিনব উদ্যোগ।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতেই বিদ্রুপের ঝড় ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মিমের বন্যা বয়ে যায়। এরপরেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল পশুকল্যাণ বোর্ড।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-র বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী 'নীতি পুলিশ'রা বহুদিন ধরেই সরব। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওইদিন হিন্দুত্ববাদীদের হেনস্থার মুখেও পড়তে হয় তরুণ-তরুণীদের। কিন্তু বোর্ডের সিদ্ধান্ত সরকারের বিপক্ষে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাঁদের যুক্তি, বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। আর ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী। পশুকল্যাণ বোর্ডের এহেন উদ্যোগে কমবয়সী ভোটারদের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। ভোটবাক্সে তার প্রতিফলনও হতে পারে।

পাঁচের পাতায়